মানবীয় দায়দায়িত্বের সনদ

নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন দিকনির্দেশনা

আমাদের বর্তমান সময়ের বৈশ্বিক জীবন দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত। প্রথমত: সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনা, যেখানে আলোকপাত করা হয়েছে মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তি হিসেবে জনগনের স্বত্তাধীকার সহ অধিকার অর্জনের নিশ্চয়তা এবং দ্বিতীয়ত: শান্তি ও উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের ঘোষনা। এদুটি বৈশ্বিক চুক্তি অনস্বীকার্য একটি কাঠামোর মাধ্যমে বৈশ্বিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভূত অগ্রগতি সংগঠিত করেছে। কিন্তু বিগত ৫০ বছরে আমরা অনেক মৌলিক বৈশ্বিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছি। মানব সমাজ নতুন নতুন ধরনের কঠিন দায়িত্বের মুখোমুখি হচ্ছে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কঠিন দায়িত্ব হলো ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা।

তাই এটা পরিষ্কার যে বর্তমান এবং ভবিষ্যত মানব প্রজন্মের টিকে থাকার বাধা অতিক্রমে উল্লেখিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক চুক্তি অবদান রাখবে এবং পুনরায় নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। মানব দায়িত্ববোধ একটি নৈতিক ধারনা যা অধিকার ও শান্তির ভিত তৈরীতে সাহায্য করবে এবং পাশাপাশি একটি যৌক্তিক বৈশ্বিক দৃষ্টিভংগীর উত্থান ঘটাবে এবং নিশ্চিত করতে পারবে আমাদের এই গ্রহ এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব ও টিকে থাকার সকল শর্ত পুরণের। মানব দায়িত্ববোধের একটি নতুন সনদ এগিয়ে দিতে পারে বিশ্ব জুড়ে শান্তি, সমমর্যাদা ও সমতার একটি নতুন সামাজিক চুক্তির ।

মানবীয় দায়দায়িত্বের সনদ

প্রাককথন:

ইতোপূর্বে মানব সমাজ কখনো বর্তমান সময়ের মতো একের সঙ্গে অপরের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পারস্পরিক নির্ভরতার এমন সুদূর প্রসারী প্রভাব ও ফলাফল আর প্রত্যক্ষ করেনি। ইতোপূর্বে মানব সমাজ কখনো বর্তমান সময়ের মতো বিপুল জ্ঞান এবং পরিবেশকে বদলে দেয়ার এতো ক্ষমতা ধারন করেনি। ক্রমবর্ধমান বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাওয়া সত্ত্বেও, মানবজাতি নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন সত্ত্বেও, অভাবনীয় সব সংকটের উদ্ভব ঘটছে নানান ক্ষেত্রে।

বিকাশমান পারস্পরিক নির্ভরতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও সমাজে সমাজে এবং মানব সমাজের সঙ্গে পরিবেশের ঘনিভুত প্রভাব তাদের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত মানব ক্রিয়াকান্ড প্রয়োজন এখনি এবং অনেক দূর পর্যন্ত । এখনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলা করার মতো প্রয়োজনীয় স্বক্ষমতা অর্জন করেনি বরং দিনদিন অকার্যকর হয়ে পড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার সর্বব্যাপী ক্ষমতা রাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত ভূমিকাকে শেষ করে দিচ্ছে। বিজ্ঞানিক গবেষনা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভূমিকা রাখছে বিশেষায়িত চাহিদাসমূহের ব্যাপারে এবং খুব কমই উৎসাহী হচ্ছে বৈশ্বিক বিষয়সমূহের মিথস্ক্রিয়া যা মানবতাকে কঠিন দায়িত্বেও মুখোমুখি করছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যর্থ হচ্ছে ক্রমবর্ধিত বৈষম্যের জোয়ারকে ঘুরিয়ে দিতে। সামাজিক ও পরিবেশগত মুল্যের বিনিময়ে শুধুমাত্র মুনাফার উদ্দেশ্য পুরনের দিকে ধাবিত হচ্ছে ব্যবসা বানিজ্য। ধর্মীয় ও অপরাপর সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমান সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সাড়া প্রদানের জন্য উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহন করতে পারছেনা।

এই প্রেক্ষাপটে, আমাদের সবাইকে অবশ্যই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিক পর্যায়ে নিজ নিজ দায়িত্ব গ্রহন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা পালনের নতুন সম্ভাবনাসমূহ উন্মোচিত হচ্ছে মানবজাতির সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নতুন নতুন বাধা অতিক্রমের জন্য, এখানে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের জন্য দায়িত্ব পুনঃবন্টন সহ দায়িত্ব পালন শুরু করা।

ক্ষমতাহীনতার অনুভূতি কমানো এবং অতিক্রম করার জন্য একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়া একটি সম্মিলিত শক্তি সৃষ্টি করার প্রয়োজন আজকে। যদিও সকল মানুষের রয়েছে মানবাধিকারের সমান স্বত্বাধিকার, আবার তাদের দায়িত্বও রয়েছে আনুপাতিকভাবে স্বাধীনতা উন্মুক্ত করার, তথ্য, জ্ঞান, সম্পদ ও ক্ষমতায় অভিগম্যতা তৈরির। সবার দায়িত্ব চর্চার জন্য তাদের সামর্থ বাড়ানো দরকার যাতে অন্যের কর্মকান্ডের জবাবদিহিতার কর্তব্য পালন করতে পারে।

দায়দায়িত্বসমূহ শুধূমাত্র বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, আমাদের অতীতের কর্মকান্ডের সঙ্গেও সম্পর্কিত। সম্মিলিতভাবে করা ক্ষয়ক্ষতির বোঝা সম্পর্কে অবশ্যই নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ হতে হবে সম্মিলিতভাবেই এবং যতটুকু সম্ভব বাস্তবোচিত ভাবে সঠিক দায়িত্ব নিতে হবে। যেহেতু আমরা শুধুমাত্র আংশিক বা খন্ডিতভাবে বুঝতে পারি আমাদের বর্তমানের ও ভষ্যিতের কাজের ফলাফল, তাই আমাদের দায়িত্ব দাবি করে যে, আমাদের অবশ্যই পরিপূর্ন সৌজন্য এবং সতর্কতা প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

মানবীয় দায়িত্ববোধ অনুশীলনের সহায়ক নীতিসমূহ:

১. আমরা সমগ্র মানবজাতীর কাছে দায়বদ্ধ আমাদের চিন্তাধারা ও কাজের ক্ষেত্রে **মানবাধিকারকে** প্রাধান্য দেয়ার জন্য আমরা নিশ্চিত হচ্ছি।
২. প্রত্যেক মানুষের **মর্যাদাবোধ** সংশ্লিষ্টতা অবদান রাখে অন্য মানুষের স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায়।
৩. দায়দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে, মানব সম্ভাবনার পরিপূর্ণতা নিশ্চিতকরন, **বস্তুগত চাহিদা ও অবস্তুগত প্রত্যাশা** অনর্ভুক্তি ও পাশাপাশি **সাধারন বা সমষ্টিক বিষয়ে** সমর্থন করার নৈতিক দায়বদ্ধতা ।
৪. স্থায়ী শান্তি আশা করা যায় শুধুমাত্র **স্বাধীনতা**, **ন্যায্যতা** এবং **পুনর্মিলন প্রক্রিয়ায়**, যা মানবিক মর্যাদা ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।
৫. **উন্নয়ন** ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, এবং অবশ্যই সমৃদ্ধির অন্বেষন হতে হবে **স্থায়ীত্বশীলতার** প্রতিশ্রুতি ও **প্রাগ-সাবধানতার** মূল্যবোধ দ্বারা সমর্থিত, পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি কার্যকর প্রয়োজনীয় সাড়া সহ জৈব বৈচিত্রের সযত্ন ব্যবস্থাপনা এবং **সম্পদের সুষমভাগীতা**।
৬. জ্ঞানের ও প্রযুক্তির পরিপূর্ণ সম্ভাবনা **বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের প্রক্রিয়াকে** গুরুত্ব দিয়ে এবং জানার বিভিন্ন পদ্ধতি, সেগুলো সহভাগীতা, এবং সেগুলো ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে ও শান্তির একটি বহুত্ববাদী সংস্কৃতির পক্ষে ব্যবহার।
৭. **বৈজ্ঞানিক গবেষণার** স্বাধীনতা পরিচালিত হবে নৈতিক বিচারে যেমন জৈববৈচিত্রের উন্নয়ন, মানব মর্যাদা ও অমানব জীবন ধাচের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং **মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা** বিবেচনায় রাখা।
৮. **ক্ষমতার ব্যবহার** সেখানেই আইনসঙ্গত যা সবার মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত এবং যাদের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার হচ্ছে তাদের কাছে এর **জবাবদিহিতা** থাকছে।
৯. **স্বল্পমেয়াদী অগ্রাধীকারের** কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে এর ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার কথা বিবেচনায় রেখে এর **দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে** নৈতিকতা এবং আন্ত-প্রজন্ম বা পরম্পরার জন্য সংরক্ষনের দিক পর্যালোচনা করতে হবে।
১০. আজকের এবং আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, **কর্মকান্ডের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধকরন** হতে হবে অবশ্যই **সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের নিরিখে** সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. দায়িত্বশীলতা: একুশ শতকের প্রধান ধারনা

মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া অর্থনৈতিক বৈষম্য, স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির হাতে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হওয়া, সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রতি হুমকি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত আহরণ বিশ্বব্যাপি তৈরি করছে অস্থিরতা ও সংঘাত, এবং বাড়িয়ে তুলছে আমাদের গ্রহের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ: আমাদেরকে দাঁড় করে দিয়েছে মানবইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে।

মানবজাতি বিশ্ব পরিক্রমার একটি অংগ যার ভারসাম্যতা এবং অখণ্ডতা রক্ষার পন্থা এখও মানব জ্ঞানের অনেক ঊর্ধে রয়েছে। ধরা যাক ক্রম:বর্ধমান উপলব্ধি যে, মানব কল্যাণ ভূপ্রকৃতির সাথে পরস্পর নির্ভরশীল তাতে দায়িত্ব পূণঃনির্ধারণ করার প্রয়োজন যা ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে ভবিষ্যতে সমষ্টিগত দায়িত্বে পরিগণিত হবে।

আমরা বিভিন্ন ভাবে দায়িত্ব প্রকাশ করতে পারি যার মধ্যে রয়েছে আমাদের কাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফলের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হওয়া, এমনকি অন্যদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে একত্রিত হওয়া। বস্তুত পক্ষে ক্ষমতা আনুপাতিক হারে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল বলে এটা বুঝায় না যে সীমিত সম্পদ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজ পর্যায়ে অন্যের সহযোগে সমষ্টিগতভাবে শক্তি সঞ্চারণ দ্বারা দায়িত্ব পালনের পর্যায়ে থাকতে পারবে না। মৌলিক নীতিতত্ব থেকে নিজ দায়দায়িত্বসমূহ ব্যক্তিক পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য নৈতিক নীতিমালার চাইতেও আরো অনেক বেশী কিছু, বরঞ্চ এটি নাগরিক হিসেবে আমরা যারা সামজিক পরিচয় বহন করি তাদের দায়িত্ব পালনের একটি অঙ্গীকার। মানবীয় দায়দায়িত্বসমূহের সনদ এর আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহ উৎসাহ যোগায় এই পরিচিতির সমর্থনকারী মূল্যবোধের অনুসন্ধানে পদক্ষেপ গ্রহনের।

মূল্যবোধ ও অনুশীলন: ঐক্য এবং বৈচিত্রের

মানব ইতিহাসে পরম্পরাগত প্রথা ধর্মীয় এবং অন্যপ্রকার মানব আচরণ একটি দায়িত্বশীল অবস্থানে চালনার মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়েছে যার মৌলিক ধারণা আজও বিদ্যমান যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মূল্যবোধ প্রচলিত রীতিনীতিকে প্রভাবান্বিত করে প্রকৃত পক্ষে প্রচলিত রিতি এবং মূল্যবোধ পরস্পারিক ভাবে একে অপরকে প্রভাবান্বিত করে। বাঁচার অধিকার, মর্যাদা এবং মানব জীবনের বাইরের প্রাণীকূলের প্রতি খেয়াল রাখা, সংঘাতের পরিবর্তে আলোচনা বেশী পছন্দ করা, সহানুভূতি, অন্যের জন্য বিবেচনা, একাত্বতা, আথিতেয়তা, সত্যবাদীতা এবং আন্তরিকতা, শান্তি এবং ঐক্য, সাম্য ও ন্যয়পরায়নতা এবং নিজস্বার্থের চেয়ে সাধারণের মঙ্গল বেশী পছন্দ করা এসব একই মূল্যবোধের অন্তর্গত।

তথাপি সময় আসতে পারে যখন এইসব মূল্যবোধ একটি অন্যটির বিরূদ্ধে বিবেচিত হয় যখন কোন ব্যক্তি বা সমাজ মানবাধিকারকে সমুন্নত রেখে এবং পরিবেশ রক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহী হলে সংকটের মধ্যে পড়তে পারে। এই সকল কর্মকান্ডগুলো পারস্পরিকভাবে জড়িত বিধায় আলাদাভাবে মনোযোগ দেয়া সম্ভব নয়। সর্বোপরি দ্বায়িত্বপূর্ণ কাজ হল সকল মানবিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করে একিভূত করা। এতে প্রয়োজন প্রতিযোগী আদেশাবলীর মূল্যগুলির স্বচ্ছ চিন্তাধারা এবং পদক্ষেপ বিচার করা।

প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে এই কার্যাবলি পারস্পরিক জড়িত যদিও লোকের অগ্রাধিকার তাহাদের নিজ ঐতিহ্য এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে ভিন্নতর হলেও সেই সব অগ্রাধিকার গৃহীত কার্যাবলী অবহেলা করা হেতু হিসেবে দেখানো যায় না। যদিও দায়িত্বজ্ঞান সকল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে দৃশ্যমান, দায়িত্ব কিভাবে গৃহিত হয় সেখানে পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন সমাজে গোষ্ঠী কর্তৃক এক ব্যক্তির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তার নিজ প্রচেষ্টা না থাকলেও। বাস্তবে লোকদের কিভাবে কাজের জন্য দায়ী করা হয় সেটা বিবিধ। সাংস্কৃতিক বিভেদ দায়িত্বের আইনগত প্রসংগ দানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ঠিক যেমনটি বিশ্বের জাতিগোষ্ঠী মানব অধিকারের ধারণা মেনে নিয়েছে। এখন সময় এসেছে মানবিক দায়িত্বগুলির ধারণা প্রবর্তন করার। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক শাসনপ্রক্রিয়া সার্বজনিনভাবে গৃহিত নিশ্চিত ধারণা ছাড়া কল্পনাতীত যার উৎপত্তি যেখানেই হোক মানবজাতি এবং মানবকূল বহির্ভূত প্রাণীজগতের জন্য হিতকর গণ্যকরা যেতে পারে।

সনদ: ইতিহাস ও বর্তমান: কিভাবে শুরু?

একটি দায়িত্বশীল, বহুত্ববাদী ও ঐক্যবদ্ধ পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে নিয়োজিত বৈশ্বিক জোট / এলায়েন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয় বছরের আলাপ আলোচনা শেষে চার্লস লিওপোল্ড ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব সিটিজেন'এ এই সনদ প্রকাশিত হয়। একটি নবায়িত আন্তর্জাতিক প্রতিফলন, ভবিষ্যত মানবজাতি ও গ্রহের জন্য, মানবাধিকার সমুন্নত করা ও শান্তি অর্জনের জন্য, এবং সবশেষে সনদটি এগিয়ে নেয়ার জন্য একটি বৈশ্বিক জোট গঠন।

কারা এই উদ্যোগে জড়িত?

একটি আন্তর্জাতিক সনদ সহায়ক টীম এবং তাদের জাতীয় কমিটির সমূহ যাদের রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক দল ও পেশাগত দলের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে মিথস্ক্রীয়া। প্যারিস ভিত্তিক চার্লস লিওপোল্ড ফাউন্ডেশন এই কাজে প্রধান সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে স্থানীয় সংগঠনসমূহ স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহায়তার মাধ্যমে এবং স্বেচ্ছা প্রনোদিতভাবে কাজ করেছে।

সংলাপ, প্রতিফলন ও কর্মকান্ডের জন্য একটি পান্ডুলিপি ও মুদ্রিত পাঠ

সনদের নীতিসমূহ ১৯৯৮ সন থেকে অনুষ্ঠিত আন্তঃসাংস্কৃতিক ও আন্তঃশৃঙ্খলার মধ্যে সংলাপ এর ফলাফল। যারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা সার্বিকভাবে সকল মানবসমাজকে প্রতিনিধিত্ব করেনা। এটিকে সংলাপের একটি হাতিয়ার হিসেবে প্রস্তাবিত, একটি সুত্রপাত হিসেবে, সবার কাছে পৌছানোর জন্য, যাতে সবাই মিলে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও সামাজিক দায়সমূহের পুনর্বিবেচনা করার দিকে যেতে পারে। সহায়ক নীতিসমূহ একটি সাধারন নিউক্লিয়াস, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বদল ও গ্রহনীয় হতে পারে একটি মানবীয় প্রচেষ্টা হিসেবে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিকভাবে প্রযোজ্য ধাঁচে।

সামাজিক দায়িত্বশীলতার প্রতিফলন ও কর্মকান্ডের জন্য সনদটি যুগপথ একটি পান্ডুলিপি ও একটি মুদ্রিত পাঠ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। পান্ডুলিপি হিসেবে সনদটি জোর দিচ্ছে সার্বজনীন মানবীয় দায়দায়িত্বের উৎসাহিতকরনের জন্য, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিক দায়িত্বশীলতা প্রতিফলনের, এবং আমাদের সবাইকে আহ্বোন জানাচ্ছে দায়িত্ব নিতে একের অপরের জন্য এবং আমাদের গ্রহের সকলের জন্য। মুদ্রিত পাঠ হিসেবে এটি কোন নিয়মকানুন তৈরী করেনি বরং এটি অগ্রাধিকারসমূহকে প্রস্তাব করছে এবং ব্যক্ত করছে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের প্রতি অংগীকারকে। সনদ নীতিসমূহ আমাদের নীতি ও চর্চার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত এবং বৈশ্বিক হতে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে।

একটি চলমান প্রক্রিয়া

সনদটি এপর্যন্ত প্রায় ২৫টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত সংস্করন হিসেবে। স্থানীয়ভাবে মানুষকে স্বাগতঃ জানানো যাতে নিজেদের সামাজিক ও পেশাগত প্রেক্ষাপটে যখন পারস্পরিক নির্ভরতার ব্যাপারটি অনিবার্য ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে সেখানে এটি পুনঃসংজ্ঞায়িত করার জন্য। প্রতিফলন প্রকাশিত হতে পারে স্থানীয় মানুষের বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ হয়ে, স্থানীয় জনসমাজের সাধারন ফোরামে, কর্মশালা, আন্তঃ-সাংস্কৃতিক এবং অন্তঃ-ধর্মীয় আলাপ আলোচনা, স্থানীয় ব্যবসায়ী সমাজ এর সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকাশে, নানান প্রকাশনায়, পাঠ্যসূচীতে এবং শিল্পকলা, নাটক, নাচ ও সংগীতের মাধ্যমে।

মানবীয় দায়িত্ববোধ অনুশীলনের সহায়ক নীতিসমূহ শুধুমাত্র আলোচনার সুত্রপাত হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, যেখানে সকল সামাজিক দলসমূহ এবং পেশাগত দলসমূহ হয়ত তাদের নিজেদের দায়িত্বশীলতাসমূহ চিহ্নিত করতে এবং তাদের একটি নিজস্ব নির্দেশিকা তৈরী করতে পারে। এসব নির্দেশিকাসমূহ সামাজিক চুক্তির একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে যা গোটা সমাজের সকলকে যুক্ত করতে পারে। দায়িত্ববোধের ধারনার উপর ভিত্তি করে এভাবে বিশ্বজুড়ে একটি ঐক্যমত এর সৃষ্টি হতে পারে, যা অগ্রসর করে নিয়ে যাবে একটি অন্তজাতিক সামাজিক চুক্তির দিকে, একুশ শতকের চাহিদাকে সাড়া দেবার জন্য।

যোগাযোগ:

আবদুল আউয়াল

নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি - এনআরডিএস

বাড়ী#৯, সড়ক#৩৪, মাইজদি হাউজিং এষ্টেট, নোয়াখালী, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮০ ৩২১ ৬১৮২৯, ফ্যাক্স +৮৮০ ৩২১ ৬১০১৬

Email: awal@nrdsbd.org

Website: www.charter-human-responsibilities.net